২০/১০/২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৪ ... কলাম ৩ ......

অন্তর্দ্বন্দ্বে ছাত্রদলের ১০০ নেতা-কর্মী বাহিরে

ঢাকা ভার্সিটির হলগুলিতে সন্ত্রাসী অছাত্র ও বহিরাগতদের দাপট

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলিতে ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে প্রায় একশত নেতাকর্মী হলের বাহিরে অবস্থান করিতেছে। অন্যদিকে আবাসিক হলগুলির বিভিন্ন কক্ষে অবস্থান করিতেছে নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসীরা, অছাত্র ও বহিরাগতরা। বহিরাগতদের দাপটে হলের প্রভোষ্ট এবং আবাসিক শিক্ষকরাও হলে আসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। অধিকাংশ হল গেটের চাবি থাকে ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে।

হাজী মুহসীন হল, সূর্যসেন হল, বঙ্গবন্ধু হল, এস এম হল নিয়ন্ত্রণ করে পিন্টু সমর্থিত গ্রুপের কর্মীরা। জসীমউদ্‌দীন হলে দুই গ্রুপের কর্মীরাই অবস্থান করিতেছে। এফ রহমান, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান, এফ এইচ জগন্নাথ এবং শহীদুল্লাহ হল জহুজাতিক গ্রুপের কর্মীদের দখলে। হাজী মুহসীন হল এবং এস এম হলে সংগঠনের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হারুনুর রশীদ শিশির ও ক্রীড়া সম্পাদক এস এম মনিরের কর্মীরা অবস্থান করিতেছে। এই দুই হলে বরিশাল এলাকার ছাত্রদল

(১৪শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটির

(৩য় পৃঃ পর)

কর্মীদের প্রাধান্য বেশী। যাহারা বিভিন্ন হলের সাথে সংযুক্ত কিন্তু বরিশালে বাড়ী তাহারাও এই দুই হলে রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। মুহসীন হলের ৪৫৬ ও ৪৫৭নং কক্ষে বর্তমানে অবস্থান করিতেছে কলিকাতা হইতে গ্রেফতারকৃত শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের শ্যালক টিটন। টিটনের সাথে রহিয়াছে অপু, অমল, মাহফুজসহ ৮/১০ জন বহিরাগত। ছাত্রলীগের সময়ও টিটন এই হলে ছাত্রলীগ নেতা শফিকের সাথে ছিল। তাহারা নগরীর বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজসহ অপরাধকর্মের সহিত জড়িত বলিয়া জানা যায়। কয়েকদিন পূর্বে এই হল হইতে আশরাফ বাবু, কামরুজ্জামান বিপ্লব, এমরান, আপেল মাহমুদ, আকাশ ও ইমনকে মারপিট ও অস্ত্রের মুখে বাহির করিয়া দেয় মনির-শিশির গ্রুপের এম রব, পাভেল প্রমুখ কর্মী। তাহারা টুকু গ্রুপের কর্মীদেরও বিভিন্নভাবে ভয়-ভীতি দেখাইতেছে বলিয়া জানা যায়। এই হলের ছাত্র ও সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান এখনও হলে উঠিতে পারেন নাই। সূর্যসেন হলে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুনের কর্মীরা অবস্থান করিতেছে। এই হলে বহিরাগত বরুন, কাজল, হাজারী ও রিপনের নেতৃত্বে ১০/১২ জন বহিরাগত নিয়মিত হলে থাকে। এই হলের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান পলাশ, তরিকুল ইসলাম টিটু, এনায়েত উল্লাহ জঙ্গি রতন, নজরুল ইসলাম, আব্দুল মতিন, কুতুব উদ্দীনকে মামুন গ্রুপের কর্মীরা এখনও হলে উঠিতে দেয় নাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেও বেনজির, টিটু ও মোর্শেদের কর্মীদের সহিত বেশকিছু বহিরাগত থাকিতেছে। বঙ্গবন্ধু হলে বহুজাতিক গ্রুপের নেতা-কর্মীরা রণজু, বুলবুল, গাফফার, শফিউল, নাসির, আকরাম, সাইক্লোন, জাহিদ, অনি, সোহেল, সবি, মামুন, আশিককে হলে উঠিতে দিতেছে না। কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল কুদ্দুসও এই হলে থাকিতে পারিতেছে না বলিয়া জানা যায়। জিয়াউর রহমান হল হইতে মঙ্গলবার গভীর রাতে ছাত্রদল সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টু বহিরাগতদের বাহির করিয়া দেন। এই হলটি বর্তমানে বহিরাগত মুক্ত। জসীমউদ্‌দীন হলে পিন্টু গ্রুপের মোসাব্বের টিটু ও আরিফ এবং বহুজাতিক গ্রুপের আতিক ও অন্যরা অবস্থান করিতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল সভাপতি মনির হোসেন এই হলের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও গ্রুপিং-এর কারণে তিনি এই হলে থাকিতেছেন না। এফ রহমান হলে সাইদুর, উজ্জল, আযম, জগন্নাথ হলে তরুণ দে, শহীদুল্লাহ হলে ইমরান, জাহাঙ্গীর, এফ এইচ হলে রফিকুল ইসলাম লিটন শফি অবস্থান করিতেছে। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগ কর্মীরা অবস্থান করিতেছে।

আবাসিক হলগুলির গেটে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র অবস্থায় বসিয়া থাকে ছাত্রদল ক্যাডাররা। হল গেটের চাবিও থাকে তাহাদের হাতে। রাত্র ১১টার মধ্যে হল গেট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ের পর কোন ছাত্র আসিলে তাহাকে ক্যাডারদের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। অধিকাংশ সময় সাধারণ ছাত্রদের সহিত তাহারা দুর্ব্যবহার করে। হলগুলির অধিকাংশ প্রভোষ্ট এবং আবাসিক শিক্ষক বাসায় বসিয়া হলের কাজ করিতেছেন। কোন কোন হলের প্রভোষ্টকে টেলিফোনের মাধ্যমে হুমকিও দেওয়া হইতেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে প্রাণনাশের হুমকিসহ বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি দেখানো হইতেছে বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ আ মস আরেফিন সিদ্দিককে টেলিফোনে দুর্বৃত্তদের ভয়-ভীতি দেখানোর ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।